কালের কণ্ঠ
তারিখ ... 04-DEC-2013 ...
পৃষ্ঠা ১৪ ... কলাম ৭ ...

ড. নিয়াজ আহম্মেদ ▶

কেন জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় নয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা সহজ কথায় বিশ্বের একটি বিদ্যালয়, সেখানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক এক জায়গায় জড়ো হবে এবং সেখান থেকে জ্ঞান সৃষ্টি ও জ্ঞান বিতরণের কাজটি সম্পন্ন হবে। এ জন্য বিদ্যালয় না হয়ে হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। বিদ্যালয়ে সাধারণত জ্ঞান বিতরণের কাজটি করা হয়। পক্ষান্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞান সৃষ্টি করা হয় এবং সেই জ্ঞান বিতরণ করা হয়। সেই জ্ঞান শুধু ওই নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। আর জ্ঞান অন্বেষণের বাসনা ও প্রেষণা থেকে শিক্ষার্থীরা ছুটে যায় দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে এবং এক দেশ থেকে অন্য দেশে। আমরা সবাই জানি, প্রতিবছর আমাদের দেশ থেকে বিভিন্ন উন্নত দেশ, যেমন আমেরিকা, কানাডা, জার্মানিসহ উন্নয়নশীল দেশেও শিক্ষার্থী গমন করে। সেখানে লেখাপড়ার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে ওই সব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতাসহ অন্যান্য চাকরি গ্রহণ করে। নিজেদের যোগ্যতায় তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে, পাশাপাশি চাকরিটিও পাচ্ছে নিজের যোগ্যতার বলে। আমার জানা মতে, বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো কোটা ওসব দেশে নেই, যার বদৌলতে তারা নিজেদের শক্ত ভিত্তির পর দাঁড় করাতে পারছে। ধারণা কম থাকায় তারা কোনো বৈষম্যের শিকার হচ্ছে কি না তা আমার জানা নেই।

উন্নত দেশগুলোতে জনসংখ্যা কম কিংবা উদারনীতির কারণে হয়তো উন্নয়নশীল কিংবা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে শিক্ষার্থী ও চাকরিপ্রত্যাশীদের ক্ষেত্রে নমনীয় মনোভাব দেখানো হয়। কিন্তু আমাদের মতো দেশে সুযোগটি সমান করে দিলেও উন্নত দেশে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতাসহ অন্যান্য চাকরিতে আকৃষ্ট করতে পারব—এমনটি মনে হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা বড় বাধা হলো, আমাদের স্বল্প বেতনকাঠামো। লক্ষ করলে দেখবেন, দেশ থেকে পড়তে যাওয়া অনেক শিক্ষার্থীই দেশে ফিরছে না। হাতে গোনা দু-চারজন ফিরলেও চলে যাচ্ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখানে বেতন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি।

একটি অঞ্চল কিংবা একটি জেলায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে ওই অঞ্চল কিংবা জেলায় এর ব্যাপক প্রভাব পড়ে। শুধু ছাত্রছাত্রীদের পাঠদানই নয়, গবেষণার মাধ্যমে জানা যায় নির্দিষ্ট অঞ্চল বা জেলার না জানা অজস্র রহস্য। শুধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিই নয়, সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণার মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা, হৃদ্যতা, ভুল ধারণার অবসানসহ সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার এক অনন্য ইতিহাস রচিত হয়। ব্যাপক এ প্রভাবের মূল কাণ্ডারি মেধাবী, কর্মঠ ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক ও মেধাবী শিক্ষার্থী। এর পেছনে কাজ করে ওই অঞ্চল কিংবা জেলার বাসিন্দা, যাঁরা বছরের পর বছর আন্দোলন করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। কাউকে কাউকে দীর্ঘ সময় ধরে আন্দোলন করতে হয়েছে। আবার কেউ কেউ স্বল্প সময়ে আন্দোলন করে সাফল্য পেয়েছেন। কথা সত্য, আন্দোলন ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে—এমনটি আমার জানা নেই। কেননা প্রতিটি জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় করার ধারণা সরকার এখনো বাস্তবায়ন করতে পারেনি।

সাম্প্রতিক সময়ে দুটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিসংক্রান্ত জটিলতা ও শিক্ষার্থী কোটা দাবি আমাদেরকে জেলায় জেলায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা নিয়ে ভাবতে শেখাচ্ছে। আমি শতভাগ একমত যে জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারে, যদিও অবকাঠামোসহ প্রাথমিক পর্যায়ে মানসম্মত শিক্ষক প্রাপ্তিতে সমস্যা রয়েছে; কিন্তু কোটা দাবিসহ অন্যান্য যে জটিলতার সম্মুখীন আমরা এখন হচ্ছি, তাতে জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সরকারি ধারণা কতটুকু সঠিক হবে, তা ভেবে দেখার সময় এসেছে।

এখন আসছি সমন্বিত বা গুচ্ছ পদ্ধতিতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রসঙ্গে। এ শিক্ষাবর্ষে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অভিন্ন প্রশ্নপত্রে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল গ্রহণ করে। সিদ্ধান্তের বিবিধ বিষয় হলো এ রকম—শাবিপ্রবিতে যেসব শিক্ষার্থী ভর্তি হতে ইচ্ছুক, তারা যেকোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রে ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারবে। একই বিষয় যবিপ্রবির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আবার শিক্ষার্থীরা দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যই যেকোনো একটি কেন্দ্রে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে তার পছন্দমতো একটিতে ভর্তি হতে পারবে। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বিভিন্ন সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সমন্বিত পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষার জন্য বলে আসছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা একমত হতে পারেননি বিধায় কাজটি করা সম্ভব হয়নি। শাবিপ্রবি ও যবিপ্রবির একান্ত ইচ্ছায় এ কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, সেটি এ রকম—আগামী বছর হয়তো আরো কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের সাফল্য দেখে এ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হবে এবং দু-এক বছরের মধ্যে একটি পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করানো সম্ভব হবে। কিন্তু শুরুতে আমরা হোঁচট খেলাম বলে মনে হয়। প্রশ্ন ওঠে সত্যিকার মেধা যাচাইয়ে বাধা, বৈষম্য ও বঞ্চনার বিষয় নিয়ে। প্রশ্ন ওঠে, কেন অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে এখানে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হবে। প্রশ্ন ওঠে, কেন অন্য বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নয়, যবিপ্রবির মতো ছোট বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কেন?

বিশ্ববিদ্যালয় মানে বিশ্বের একটি বিদ্যালয়, যেখানে শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য কোটা দাবি করা যৌক্তিক নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ধারণার সঙ্গে এটি যায় না। তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা বিদ্যালয় কিংবা কিন্ডারগার্টেনে রূপান্তরিত হবে। জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সরকারের মহৎ উদ্দেশ্য সফল হবে কি না সন্দেহ রয়েছে

খোলাসা করে বললে যা দাঁড়ায় তা হলো, যেসব শিক্ষার্থী যবিপ্রবিতে ভর্তি পরীক্ষা দেবে, অথচ ভর্তি হবে শাবিপ্রবিতে তাদের বিশেষ সুবিধা হচ্ছে কি না? আমাদের প্রশ্ন, আমরা যদি যবিপ্রবিতে পরীক্ষার ব্যবস্থা না করতাম তাহলে তারা কি শাবিপ্রবিতে এসে ভর্তি পরীক্ষা দিত না? সবাই দিত, কেননা শাবিপ্রবির মতো একটি ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার ইচ্ছা অনেকেরই রয়েছে। ঠিক একইভাবে ভর্তি হবে যবিপ্রবিতে, অথচ ভর্তি পরীক্ষা দেবে শাবিপ্রবিতে, এমন শিক্ষার্থীদের বেলায়ও একই ধরনের বক্তব্য প্রযোজ্য। সিলেটের শিক্ষার্থীরাও শাবিপ্রবিতে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে যবিপ্রবিতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। এখানে বৈষম্যের সুযোগ কোথায়? একটি বিষয় লক্ষণীয়, এ বিষয়টি নিয়ে যশোরবাসী কোনো আন্দোলন করছে না। আবার যারা দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যেকোনো একটিতে পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হবে, তাদের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় পছন্দের বিষয়টি বিবেচ্য। এখানে উল্লেখ্য, দুটি বিশ্ববিদ্যালয়েই আলাদা মেধাক্রম তৈরি করা হবে। সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা শুধু দুটি বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় এর প্রভাব নিয়ে আমাদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, মেধার সত্যিকার মূল্যায়ন হবে না। আমার ধারণা, বিষয়টি সম্পূর্ণ অনুমাননির্ভর। এটি সত্য যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে একসঙ্গে একটি পরীক্ষা নিয়ে ভর্তির সুযোগ করে দেওয়া হলে এ ধরনের বিতর্ক ও সন্দেহের অবতারণা করা যেত না। যাই বলি না কেন, বিষয়টি সম্পূর্ণ সন্দেহ ও বিতর্কের মধ্যে দেখার ভেতরে সীমাবদ্ধ রাখাই শ্রেয়। আমাদের মূল উদ্দেশ্য যদি হয় ভবিষ্যতে একটি পরীক্ষার মাধ্যমে সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করানো, সে ক্ষেত্রে যে উদ্যোগটি শাবিপ্রবি ও যবিপ্রবি নিয়েছে তাকে স্বাগত জানানো উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয় মানে বিশ্বের একটি বিদ্যালয়, যেখানে শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য কোটা দাবি করা যৌক্তিক নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ধারণার সঙ্গে এটি যায় না। তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা বিদ্যালয় কিংবা কিন্ডারগার্টেনে রূপান্তরিত হবে। জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সরকারের মহৎ উদ্দেশ্য সফল হবে কি না সন্দেহ রয়েছে।

লেখক : অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
neazahmed_2002@yahoo.com